ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

ইসলামী বীমা : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : *মানবজাতির সামষ্টিক কল্যাণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করেছে। মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থ-সম্পদের আয়-ব্যয়, উৎপাদন, বণ্টন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য দিক নির্দেশনা। মানুষ এ দুনিয়ায় সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করুক, আল্লাহ তা'আলা তা চান, এতে একবিন্দু সন্দেহ নেই। আর এ কারণেই তিনি মানুষের রিযকের ব্যবস্থা করেছেন এবং মানুষ যে তা অবশ্যই পাবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য রিযকের প্রয়োজন। শুধু রিযক পেয়েই মানুষ বাঁচতে পারে না; মানুষের জন্য প্রয়োজন তা পাওয়ার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার। অন্যথায় মানুষের পক্ষে নিরুদ্বিগ্ন, শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ জীবন যাপন সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা যে, মানুষ এ দুনিয়ায় নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করুক। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বীমা একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকলের নিকট স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমান সময়ে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত নাজুক। ধন-সম্পদ তো দূরের কথা মানুষের জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তাও নেই। হত্যা, সন্ত্রাস, খুন, ছিনতাই, দুর্ঘটনা ইত্যাদি সমাজের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের হাতে সীমিত পুঁজি আছে তারা বিনিয়োগ করতে সাহস পাচ্ছে না। যখন তখন ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হতে বের হতে পারছে না। এসব কিছুই সামাজিক জীবন যাত্রায় মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। সামাজিক এই প্রেক্ষাপটে যদি ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তাটুকু পাওয়া যায়, তাহলে বিনিয়োগকারীরা যেমন পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহী হবে, তেমনি পুঁজির অভাবে যে সকল শিল্প, কল-কারখানা বন্ধ হবার পথে, সেগুলো কোমর সোজা করে দাঁড়াবার সাহস পাবে। সামাজিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী বীমার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবে মনে রাখতে হবে, বীমার যেমন ভাল দিক রয়েছে তেমনি তার ক্ষতিকর দিকও কম নয়। কোন অবস্থাতেই ইসলামী আইনকে সুবিধামত যে কোন অনৈসলামী আইনে রূপান্তরিত করে পরিবর্তিত আইনকে ইসলামী আইন বলে দাবী করার অধিকার কারো নেই। নিম্নে ইসলামী বীমা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হলো।]*

* খণ্ডকালীন প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস।

বীমার সংজ্ঞা

'বীমা' -এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Insurance, আর আরবীতে বীমাকে বলা হয় التأمين।[১]

বীমা ইনস্যুর (Insure) শব্দের বাংলা রূপ। যার আভিধানিক অর্থ- নিশ্চয়তা বিধান করা। বীমা কোম্পানী যেহেতু বীমাকারীর নিশ্চয়তা বিধান করে, এ জন্য ইনস্যুরেন্স কোম্পানী নামে তাকে অভিহিত করা হয়।[২]

বীমা হলো দুই পক্ষের মধ্যে এমন একটি চুক্তি, যা দ্বারা এক পক্ষ (Insurer তথা বীমা সংস্থা) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে (মৃত্যু, দুর্ঘটনা, সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়া) নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অন্য পক্ষকে (Insured তথা বীমা গ্রাহক) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে।

Commercial Law গ্রন্থে Arun Kumar Sen এবং Jitendra Kumar Mitra বীমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,

> Insurance is a method of elimination or reducing risk. By Insurance a person can protect himself from loss arising from future uncertain events like fire, accident or early death.[৩]
>
> বীমা হলো ঝুঁকি কমানোর একটি পদ্ধতি। বীমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ঘটনা যেমন অগ্নি, দুর্ঘটনা, আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদির ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

বিশিষ্ট বীমা বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মাদ মুসলেহ উদ্দীন তার Insurance and Islamic Law গ্রন্থে বীমা'র পরিচয়ে লিখেছেন,

> The term insurance in its real sense, is community poolig, to alleviate the burden of the individual, lest it should be ruinous to him.
>
> প্রকৃত অর্থে ইন্স্যুরেন্স হলো, কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট ফান্ডে টাকা জমা রাখা ব্যক্তির উপর চাপ লাঘবের জন্য। যাতে করে এই চাপ ব্যক্তির জন্য ধ্বংসাত্মক না হয়।[৪]

---

১. আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার*, ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০, পৃ. ১০১৯

২. মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ও মুফতী ওলী হাসান রহ., অনু: মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, *শরীয়তের দৃষ্টিতে বীমা শিল্প*, ঢাকা : ইসলামী বীমা তাকাফুল প্রকল্প, ২০০১, পৃ. ২৫

৩. Arun Kumar Sen and Jitendra Kumar Mitra, *Commercial Law*, Calcutta : The World Press pvt.Ltd., 1973, p. 275

৪. Dr Mohammad Musleh Uddin, *Insurance and Islamic Law*, Delhi : Markazi Maktaba Islami, 1995, Edition: 2, p. 3

Encyclopedia of Britannica তে বীমার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

> The simplest and most general conception of insurance is a provision made by a group of persons, each singly in danger of some loss, the incidence of which cannot be foreseen, that when such loss shall occur to any of them it shall be distributed over the whole group.
>
> বীমার সবচেয়ে সহজ এবং সাধারণ ধারণা হলো, এটি একদল লোকের দ্বারা গঠিত এমন একটি ব্যবস্থা, যাতে ঐ দলের কেউ যদি বিপদে পতিত হয়, অথবা এমন কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় যা পূর্বে আন্দাজ করা যায় না, তখন এই বিপদ বা দুর্ঘটনা ঐ দলের সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়।[৫]

সুতরাং বীমাকে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক একটা সংস্থা বলেও অভিহিত করা চলে। এতে যার নামে বীমা করা হয় (Insured) এবং যে এ বীমা গ্রহণ করে (Insurer) উভয়ই নির্দিষ্ট মাত্রায় উপকৃত হতে পারে। মূলত বীমা কোন পুঁজিবাদী ব্যবসা সংস্থা নয়। তা থেকে কারো ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা লাভের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

প্রচলিত বীমা ও ইসলাম

জীবন মানেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। বস্তুত এসব আমাদের নিত্যদিনের সাথী। ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন ঝুঁকি রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানুষের মৃত্যু ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি। এগুলো কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই চিন্তা থেকেই আধুনিক বীমার উৎপত্তি। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক বীমা ভবিষ্যত প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে একটি স্বেচ্ছাধীন সঞ্চয়ী ব্যবস্থা মনে হলেও এতে এমন পাঁচটি মৌলিক উপাদান রয়েছে যা স্পষ্ট শরীয়াহ বিরোধী।

ক. রিবা বা সুদ

বীমার অর্থ কোনভাবেই 'রিবা' বা সুদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাবে না। কারণ ইসলামে সুদ সম্পূর্ণভাবে হারাম।[৬]

---

৫. *Encyclopedia of Britannica*, eleventh edition, Vol: 14, p. 656

৬. এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, বিচারপতি মুহাম্মদ তকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২;

আল্লাহ'র বাণী:

﴿ وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾

আল্লাহ ক্রয়- বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।[৭]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।[৮]

জাবির রা. বলেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

রাসূলুল্লাহ স. সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, এর হিসাবরক্ষক এবং এর সাক্ষীদ্বয় সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, এরা সবাই সমান অপরাধী।[৯]

প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলোর কার্যক্রমে সুদের লেনদেন, সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে। অতএব, ইসলামে তা অনুমোদিত নয়।

খ. মাইসির বা জুয়া

ইসলামে সকল প্রকার জুয়া অবৈধ, প্রচলিত বীমায় বিশেষ করে জীবন বীমায় জুয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ যখন জীবন বীমার কোন বীমা গ্রহীতা তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, তখন বীমা কোম্পানী তার মনোনীত ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ অর্থের পুরোটাই দিয়ে দেয়। শরীয়াহর দৃষ্টিতে এটি লটারী বা জুয়া। আর জুয়ার ব্যাপারে কুরআনের বিধান হচ্ছে,

﴿ يا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفلِحُوْنَ ﴾

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১০]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلى اُمَّتِى الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْقِنِّيْنَ وَالْكُوْبَةَ

---

৭. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

৮. আল কুরআন, ২ : ২৭৮

৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : ...., কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৪, খ. ৬, পৃ. ৩০, হাদীস নং- ১৫৯৮/১০৬

১০. আল কুরআন, ৫ : ৯০

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, গম ও যব থেকে তৈরী নেশা উদ্রেককারী পানীয় ও নেশাকর উদ্ভিদ হারাম করেছেন।[১১]

গ. গারার বা ধোঁকা (অনিশ্চয়তা)

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন চুক্তিতে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা থাকা চলবে না। অথচ প্রচলিত বীমায় তা পূর্ণভাবেই বিদ্যমান। পলিসি গ্রহীতা বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে, না পরে করবে তা যেমন অনিশ্চিত; তেমনিভাবে তার বীমার পূর্ণ টাকা ঠিকমত পাবে কিনা সেটাও অনিশ্চিত। তাছাড়া মেয়াদান্তে যে লভ্যাংশ দেয়া হচ্ছে তা কোথা থেকে কিভাবে এলো তাও একেবারেই অজানা থাকে। শরীয়াহর ভাষায় একে আল-গারার বলে। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে তারিক আদ দিওয়ানী বলেন- বিভিন্ন কারণে গারার উদ্ভূত হয়, যেমন বীমাকৃত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময়, কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ, এর পরিমাণ এবং প্রিমিয়াম পরিশোধের মেয়াদ ইত্যাদি।[১২]

হাদীসে এসেছে,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

রাসূলুল্লাহ স. নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করতে এবং প্রতারণাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[১৩]

ঘ. স্বেচ্ছাধীন নমিনী

প্রচলিত বীমাতে একজন বীমা গ্রহীতা তার ইচ্ছামত যে কাউকে নমিনী করতে পারে। আর নমিনী হচ্ছে পলিসির সম্পূর্ণ সুবিধাভোগী ব্যক্তি।[১৪]

পাশ্চাত্য জগতে কুকুর-বিড়ালকে পর্যন্ত নমিনী করতে দেখা যায়। এটা আদল ও ইহসান উভয়ের পরিপন্থী। ইসলাম মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং নিজের ইচ্ছামত নমিনী নির্ধারণ অবৈধ। কেননা ইসলাম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত

১১. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৫, খ.৬, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং- ৬৫৬৪; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

১২. Tarek EL Diwany, *Islamic Banking and Finance : What it is and what it could Be,* United Kingdom : 1st Ethical Chartiable Trust, 2010, p. 332

১৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৪, খ. ৫, পৃ. ৪১৫, হাদীস নং- ১৫১৩/৪,

১৪. The nominee is an absolute beneficiary in a policy; Tarek EL Diwany, ibid, p. 343

বিধান নির্ধারণের পর বলেছে যে, এটা আল্লাহর সীমারেখা। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

﴿ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ﴾

আর কেউ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে।[১৫]

ঙ. বিদ্যমান বীমা আইন

বিদ্যমান বীমা আইনে অনেক শর্ত রয়েছে, যা ইসলামে বৈধ নয়।[১৬] উদাহরণস্বরূপ প্রচলিত বীমার ক্ষেত্রে বীমা পলিসি কার্যকর হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। যেমন (১০ বছর মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে ২ বছর) এই সময়ের মধ্যে বীমা গ্রহীতা যদি কোন একটি কিস্তি দিতে অপারগ হন, তাহলে তার পুরো পলিসিই অকার্যকর হয়ে যায়, টাকাগুলোও সব নষ্ট হয়। এটাও আদল ও ইহসানের বিরোধী। কাজেই ইসলাম তা সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

انَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاحْسَانِ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।[১৭]

ইসলামী বীমার স্বরূপ

প্রচলিত বীমার উপরিউক্ত সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন পূরণ ও ইসলামে গ্রহণযোগ্য একটি বিকল্প বীমা ব্যবস্থার সন্ধানে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও বীমা বিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছেন। মুসলিম ফিকহবিদগণ ইসলামী শরীয়াহর বিধান ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আকীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিকল্প বীমা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। আর তার নাম দিয়েছেন 'তাকাফুল' (تكافل)।

তাকাফুল শব্দটি আরবী। আরবী শব্দ তাকাফুলের অন্য অর্থ হল যৌথ দায়বদ্ধতা (joint liability or responsibility) ও সংহতি (solidarity)। আরবী তাকাফুল শব্দের অর্থ ইংরেজি ইন্স্যুরেন্স শব্দের কাছাকাছি। তাকাফুল শব্দের মূলধাতু হল কাফলুন (كفل)। যার অর্থ দায়ভার গ্রহণ করা, যিম্মাদার হওয়া, নিরাপদ করা ইত্যাদি।[১৮]

১৫. আল কুরআন, ৪ : ১৪

১৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন; মোহাম্মাদ নাছের উদ্দিন, বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সমস্যা ও সম্ভাবনা : প্রেক্ষিত বীমা আইন, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ - ৯, সংখ্যা - ৩৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১৩৩-১৪৮

১৭. আল কুরআন, ১৬ : ৯০

১৮. ড. রূহী আল-বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ,* বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫৮- ৮৯৭

আল-কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে এ শব্দটি আল্লাহ ব্যবহার করেছেন। যেমন- আল্লাহর বাণী,

﴿هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى من يَّكْفُلُه﴾

আমি কি তোমাকে বলে দিবো, কে এই শিশুর ভার নিবে ?[১৯]

অন্যত্র রয়েছে : ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾

তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।[২০]

পরিভাষায় যে পথ বা পদ্ধতিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে সর্বোপরি ইসলামের আলোকে ঝুঁকি মোকাবেলা করা হয়, তাকেই তাকাফুল বলা হয়।

তারিক আদ-দিওয়ানী বলেন-

> Takaful means "joint-guarantee", and is derived from the same linguistic root as the word kafalah meaning "guarantee" or "looking after". In practice it involves the creation of a fund through which participants help one another in times of need.
>
> তাকাফুল শব্দের অর্থ যৌথ নিশ্চয়তা, এটি আরবি কাফালাহ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ নিশ্চয়তা, দেখাশোনা করা। বাস্তবে এটি হলো কিছু ব্যক্তির দ্বারা একটি ফান্ড গঠন, যাতে করে প্রয়োজনের মুহূর্তে একজন অপরজনকে সহযোগিতা করা যায়।[২১]

এ. বি. এম. নুরুল হক তাকাফুল-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন,

> Takaful is sharing the sufferings of anyone of a group by the other members of the group on voluntary basis.
>
> তাকাফুল হলো একটি সঙ্ঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীর কোন সদস্যের কষ্ট লাঘবে অন্য সদস্যদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ।[২২]

Introduction to Islamic Insuranc গ্রন্থে কাজী মো. মোরতুজা আলী তাকাফুল-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

> Takaful is a social scheme based on the principles of brotherhood, solidarity and mutual assistance.

১৯. আল কুরআন, ২০ : ৪০

২০. আল কুরআন, ৩ : ৩৭

২১. Tarek EL Diwany, *Islamic Banking and Finance : What it is and what it could Be,* ibid, P. 335

২২. A.B.M Nurul Haq, *Thoughts on Insurance Bangladesh perspective*, Dhaka : Adorn publication, 2009, p.162

> তাকাফুল হলো ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রকল্প।[২৩]

কোম্পানীর কোন ব্যক্তির বিপর্যয় ঘটলে অন্য সবাই মিলে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রয়াসই এর মূল দর্শন। তাই ইসলামী তাকাফুল একই সঙ্গে একটি সহায়তামূলক ও কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং এক ভাইয়ের আপদ কালে তাৎক্ষণিক তার সাহায্যে এগিয়ে আসার গোষ্ঠীবদ্ধ উপায়ও বটে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَىْ الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

> সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।[২৪]

কিছু ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য একটি সংস্থা গঠন করবেন। যার একটি ফান্ড থাকবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের মূলধন হিসেবে মাসিক ফি উক্ত ফান্ডে জমা করবেন এবং মূলত তা তার দান হিসেবে গণ্য হবে। অতঃপর এই সংস্থার কোন সদস্যের আমদানীর উপর (Source of income) যদি আকস্মিক বিপদ পতিত হয়, তবে পুনরায় ব্যবসা শুরু করার জন্য এই ফান্ড থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে এককালীন দান হিসেবে মূলধন দেয়া হবে। এই ফান্ডের অর্থ কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এতে বিপদগ্রস্ত লোকদের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হবে।

ইসলামী বীমার উৎপত্তি

কখন থেকে ইসলামী বীমার অনুশীলন শুরু হয়েছে, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও বর্তমানে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এটুকু বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ স. এর সময়কালের আগে থেকেই কোন না কোন ধরনের বীমা জাতীয় লেনদেন চালু ছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ধীরে ধীরে এর পদ্ধতি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা বিকশিত হয়। ইসলামী বীমার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. আল-আকিলা মতবাদের অনুশীলন

বীমা ব্যবস্থার অনুশীলনের সূত্রপাত হয়েছে প্রাচীন আরবের সামাজিক ও গোত্রীয় ঐতিহ্য থেকে। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে প্রথা ছিল যে, কোন গোত্রের কোন সদস্য, ভিন্ন কোন গোত্রের কোন সদস্যের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে, হত্যাকারীর ঘনিষ্ঠ

২৩. Kazi Md. Mortuza Ali, *Introduction to islamic insurance*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 2006, p. 75

২৪. আল কুরআন, ৫ : ২

আত্মীয় স্বজনরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহতের উত্তরাধিকারীকে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হতো। আরবী পরিভাষায় হত্যাকারীর যে সব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হত্যাকারীর পক্ষ থেকে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হতো, তাদের আকিলা বলা হতো।[২৫]

ইসলামী বীমার উৎস ও সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম স্বীয় "ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা" গ্রন্থে লিখেছেন,

> ইসলামের সূচনায় ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নবী স. 'আকিলার' বিধান কার্যকরভাবে চালু করে আধুনিক বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। অন্য কথায় রাসূলে করীম স. এর রোপিত বীজের সেই অংকুরই আজকের দিনের বীমা রূপে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হল বলে মনে করা যায় না।[২৬]

২. নবী স. এর অনুসৃত নীতি

মহানবী স. এর আমলে বীমা ব্যবস্থার বিষয়ে দু'টি নজির পাওয়া যায়।

(ক) প্রাচীন আরবের আকিলা প্রথাকে গ্রহণ। মহানবী স. নিজে এ প্রথা গ্রহণ করেছিলেন।

(খ) ৬২২ সালে মদীনার প্রথম সংবিধানে প্রাসঙ্গিক আইন প্রণীত হয়। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পরপর মহানবী স. মদীনার জনগণের মাঝে বিভিন্ন ধারায় এক ধরনের সামাজিক বীমার প্রবর্তন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি হলো নিম্নরূপ:

নবী স. বন্দিদের মুক্ত করার জন্য প্রথম সংবিধানে একটি বিধান প্রণয়ন করেন, এতে বলা হয়- যুদ্ধের সময় শত্রুর হাতে কেউ বন্দি হলে, বন্দির আকিলা তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণের চাঁদা দিবে, এ ধরনের চাঁদাকে এক ধরনের সামাজিক বীমা হিসেবে অভিহিত করা যায়।[২৭]

৩. সাহাবায়ে কিরামের কর্মপন্থা

দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. এর আমলে বীমাভিত্তিক লেনদেনের আরো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে আকিলা ব্যবস্থা অনুসরণে উমর রা. বিভিন্ন এলাকায় মুজাহিদদের দিওয়ান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দিওয়ানে যাদের নাম রেকর্ড থাকতো তারা তাদের নিজ গোত্রের হত্যাকারীর রক্তমূল্য পরিশোধের জন্য একে অন্যকে সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করতো। এ প্রসঙ্গে কাজী মো: মোরতুজা আলী বলেন– "এটা ধরে নেওয়া হয় যে, আকিলার মতবাদ-এর প্রয়োগ পুনরায় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর রা. এর আমলে বিকশিত হয়েছিলো।"[২৮]

---

২৫. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল*, ঢাকা : আর-রাবেতা পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ. ৪১

২৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ৯৯

২৭. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২৮. Kazi Md. Mortuza Ali, *Introduction to islamic insurance*, p. 101

৪. বিংশ শতাব্দীতে অগ্রগতি

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাধারণ মুসলিম এবং মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে এক ধরনের সচেতনতা দেখা দেয়, যাতে করে ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার আলোকে তাদের অর্থব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান শুরু হয়।[২৯]

বিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু দু'টি ফাতওয়া জারী করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, বীমা লেনদেন 'আল-মুদারাবাহ' আর্থিক পদ্ধতির লেনদেনের অনুরূপ। অন্যদিকে বৃত্তিদান বা জীবন বীমার মত লেনদেনও বৈধ। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোতে শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থার ক্রমাগত বিকাশ ও অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক।[৩০] তবে আমরা ইসলামী বীমার বর্তমান যে অবয়ব দেখতে পাচ্ছি তা সর্বপ্রথম শুরু হয় সুদানে ১৯৭৯ সালে। সে বছর জানুয়ারিতে খার্তুমে প্রথম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে ইসলামী বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩১]

অতঃপর ধীরে ধীরে তা মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। সাধারণ বীমার পাশাপাশি এ সমস্ত দেশে ইসলামী বীমা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সম্প্রতি তা বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করে।

ইসলামী বীমার উদ্দেশ্য

ইসলামী বীমার তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা:-

১. সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাকাফুলের আওতায় নিয়ে আসা ও যে কোন ধরনের ঝুঁকির পরিবর্তে আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা।

২. সুদসহ বিভিন্ন শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্যের হাত থেকে রক্ষার জন্য জনগণের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মূলধন গড়ে তোলা।

৩. মুদারাবা সহ বিভিন্ন ইসলামী বিনিয়োগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে ইসলামী অর্থনীতির নীতিমালা বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা।[৩২]

---

২৯. A.B.M Nurul Haq, *Thoughts on Insurance : Bangladesh perspective,* ibid, p. 161

৩০. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৩১. K.M Mortuza Ali, *Insurance in Islam, Some Aspects of Islamic Insurance,* Dhaka : Islamic Takaful Company Ltd. (proposed), 1991, p. 45

৩২. মুদারাবা বলতে এমন এক ব্যবসায়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বোঝায়, যাতে এক পক্ষ মূলধন যোগান দেবে আর অন্য পক্ষ তার দক্ষতা, শ্রম ও প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করবে। মূলধন সরবরাহকারীকে 'সাহিব-আল-মাল' ও ব্যবহারকারীকে 'মুদারিব' বলা হয়।) সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত, প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন (খসড়া), *ইসলামী ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল*, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৩৩

উল্লেখ্য যে, ইসলামী বীমা প্রকৃতপক্ষে 'জীবনের' বীমা করে না, বরং এটি একটি আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। করুণা বা দয়ার উপর নির্ভর করে না, বরং সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে একে অপরের কল্যাণ সাধনই ইসলামী বীমার মূল উদ্দেশ্য। আর মুমিনদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য অট্টালিকা স্বরূপ। এর এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।[৩৩]

যেভাবে তাকাফুল পরিচালনা করা হয়

বাংলাদেশে ইসলামী তাকাফুল প্রকল্প নিম্নরূপে পরিচালিত হয়। যেমন- এক ব্যক্তি ১০ বছর মেয়াদি ১২ হাজার টাকার একটি পলিসি কিনল, যার বাৎসারিক কিস্তির পরিমাণ ১২০০/- টাকা এবং মাসিক কিস্তির পরিমান ১০০/- টাকা। 'তাকাফুল পরিচালক এ তহবিলকে ভাগ করে দুইটি পৃথক একাউন্টে জমা করে থাকে। একাউন্ট দুইটি হলো (ক) পারটিসিপেন্টস একাউন্ট (পিএ) এবং (খ) পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট (পিএসএ)। আনুপাতিক হারে কিস্তির একটি অংশ পিএ তে জমা হয় শুধুমাত্র সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-এর উদ্দেশ্যে। বাকী অংশ পিএসএ তে জমা করা হয় তাবাররু[৩৪] হিসাবে, যাতে তাকাফুল পরিচালক ফ্যামিলি তাকাফুল পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই মৃত্যুবরণকারী কোন অংশগ্রহণকারীর উত্তরাধিকারীদেরকে তাকাফুল ফায়দা বা লাভ প্রদান করতে পারেন।[৩৫]

- জমাকৃত অর্থের ৯০% মুদারাবাহ ফান্ডে চলে যায়। এই হিসাবের অর্থ অর্জিত লাভসহ বীমাকারী পায়।
- বাকী ১০% চলে যায় তাবাররু ফান্ডে। এই ফান্ডের অর্থ থেকেই মৃত্যুজনিত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে বীমার দাবী মেটানো হয়। সকল দাবী মেটানোর পর এই ফান্ডে কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে গ্রাহকদের মধ্যে তা ভাগ করে দেয়া হয়।

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল বিরর ওয়াস সিলাত ওয়াল আদাব, কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৪, খ. ৮, পৃ. ৩৮৩, হাদীস নং- ২৫৮৫/৬৫

৩৪. Tabarru means donation, other scholars prefer to use the word musahamah which means contribution. we have already seen that by donating a sum of money to a common pool for mutual help there is no legal connection between the donor and the money donated. Diwany, Tarek EL, *Islamic Banking and Finance : What it is and what it could Be,* ibid, P. 335

৩৫. মুহাম্মদ ফজলি ইউসুফ, *তাকাফুল : বীমার ক্ষেত্রে ইসলামী বিকল্প, Some Aspects of Islamic Insurance,* ibid, p. 124

- উল্লেখ্য যে, উভয় ফান্ডের বিনিয়োগ ও মুনাফা আলাদাভাবে করা হয়। কিছু কোম্পানী উভয় ফান্ডের কার্যক্রম একসাথে পরিচালনা করে।
- কোম্পানী জমাকৃত সাকুল্য অর্থ (১২০০/- টাকা প্রথম বছরে) বিনিয়োগ করে। অর্জিত মুনাফা (যেমন ২০% = ২৪০/- টাকা) থেকে খরচাদি (যথা মুনাফার ২০% = ৪৮/-টাকা) বাদ দেয়া হয়। এরপর নীট লাভ (২৪০-৪৮ = ১৯২ টাকা) দুটো ফান্ডের জমাকৃত অর্থের অনুপাত অনুযায়ী (৯০ : ১০) ভাগ করে দেয়া হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী মুদারাবাহ ফান্ডে প্রথম বছর জমা হবে (৯০ × ১২ = ১০৮০ টাকা এবং ১৯২ টাকার ৯০%) = ১২৫২.৮০ টাকা এবং তাবাররু ফান্ডে জমা হবে (১০ × ১২ = ১২০ ও ১৯২ টাকার ১০%) = ১৩৯.২০/- টাকা। উভয় ফান্ডের যোগফল দাড়ালো (১২৫২.৮০ + ১৩৯.২০) = ১৩৯২/- টাকা যার মূলধন ১২০০/- টাকা এবং মুনাফা ১৯২/- টাকা। এভাবে পুরো ১০ বছর নিয়মানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ করলে মুদারাবাহ ফান্ডে তার জমা হবে (১২৫২.৮০ × ১০) = ১২৫২৮/- টাকা। এই সমুদয় অর্থ সে ফেরত পাবে। (প্রকৃত হিসেবে লাভের অংশ আরো বেশি হতে পারে।)
- তাবাবরু ফান্ডকে শুধু অনুদান ফান্ড হিসেবেই সাব্যস্ত করা হয়। এই ফান্ডের উপর কারো কোন দাবী থাকে না। কোম্পানীর কোন সদস্য বিপদগ্রস্ত হলে নিয়ম অনুযায়ী এই ফান্ড থেকে সহযোগিতামূলক অনুদান দেয়া হয়।
- তাকাফুলের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারের তহবিলের একাউন্ট সংশ্লিষ্ট তাকাফুল তহবিল থেকে পৃথক রাখা হয়। তাকাফুল কোম্পানীর আয়ের উৎস শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগ হতে লাভ এবং তাকাফুল তহবিলের লভ্যাংশ থেকে পরিচালনা ব্যয় যেমন- স্টাফ খরচ, প্রাতিষ্ঠানিক খরচ এবং প্রশাসনিক খরচ ইত্যাদি শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল থেকে মেটানো হয়।[৩৬]
- বীমাকারী ৫ (পাঁচ) বছর কিস্তি চালানোর পর মৃত্যুবরণ করলে মুদারাবাহ হিসাবে মৃত্যু দিন পর্যন্ত অর্জিত মুনাফাসহ তার উত্তরাধিকারী সমুদয় অর্থ ফেরত পাবে। সেই সাথে বাকী ৫ (পাঁচ) বছরের যেই কিস্তিগুলো সে পরিশোধ করেনি, অনুদান হিসেবে তাবাবরু ফান্ড থেকে তার উত্তরাধিকারী তাও পাবে।

  উদাহরণত ৫ (পাঁচ) বছরে পরিশোধিত মূলধন ৫৪০০/- টাকা এর অর্জিত মুনাফা ৩৫% = ১৮৯০/- টাকা। মোট (৫৪০০ + ১৮৯০) = ৭২৯০/- টাকা। এর সাথে যোগ হবে যেই কিস্তিগুলো সে দিতে পারেনি। অর্থ্যাৎ {৭২৯০ + (১২০০ × ৫)} = ১৩২৯০/- টাকা।

৩৬. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

- প্রচলিত জীবনবীমার ক্ষেত্রে চুক্তির একবছরের মধ্যে পলিসি হোল্ডার আত্মহত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীকে তার প্রদত্ত অর্থ ফেরৎ দেয়া হয় না- বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু তাকাফুল স্কীমের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আত্মহত্যা করলেও তার উত্তরাধিকারীগণ তাকাফুল প্রদেয় সুবিধাসমূহ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়।
- তাকাফুল স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণকারী পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতির বরখেলাপ করলেও তার পলিসি বাজেয়াপ্ত হয় না। বরং তার পিএ তহবিলের জমাকৃত অর্থ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত বিনিয়োগের মুনাফাসহ ফেরত পায়। তবে কোম্পানী স্কীম থেকে প্রত্যাহারের জন্য সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারে।[৩৭]

উপরিউক্ত পন্থায় আন্তরিকতার সাথে যদি ইসলামী বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায়, তাহলে সেটি শুধু বৈধই হবে না বরং তা এক কল্যাণকর কাজ বলে বিবেচিত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধতার ভিত্তিতে পরিচালিত যে কোন প্রকল্প যা নিষেধাজ্ঞার সাথে জড়িত নয়, তা অনুমোদিত। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানগুলো 'মারূফ' এর প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুদ এবং নিষেধাজ্ঞা মুক্ত বীমাকে মারূফ -এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।[৩৮]

ইসলামে বীমা বৈধ কিনা ?

ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মতৎপরতাকে অবৈধ করেনি। সুদের অপবিত্রতা মুক্ত হয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বৈধ ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে থাকে।[৩৯]

বীমা দুই ধরনের। যথা-
১। প্রচলিত সাধারণ বীমা।
২। ইসলামী বীমা।

প্রচলিত সাধারণ বীমার হুকুম

প্রচলিত সাধারণ বীমায় রিবা, মাইসির ও গারার সহ অনেক নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল ইসলামী আইনবিদ এই ব্যাপারে একমত যে, প্রচলিত সাধারণ বীমা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম।

---

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. A.R. Bhuiyan, *Islamic Insurance, Some Aspects of Islamic Insurance,* ibid, p. 80

৩৯. মাওলানা হিফজুর রহমান, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ২৫৯

ইসলামী বীমার হুকুম

বীমা ব্যবস্থার বৈধতা নিরূপণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা দুইভাবে ভাগ করতে পারি।

১। আক্বীদাগত বৈধতা।
২। কর্মপদ্ধতিগত বৈধতা।

আক্বীদাগত বৈধতা

এ পর্যায়ে তিনটি সংশয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা না হলে মূল বক্তব্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ তিনটি বিষয় বীমার ব্যাপারে বহু ঈমানদার মানুষকে দ্বিধান্বিত করে রেখেছে।

১. তাওয়াক্কুল ও বীমা

বীমা করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী কিনা, এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। সন্দেহ নেই, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করা তাওহীদী ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু সে তাওয়াক্কুল করার অর্থ কি নিষ্ক্রিয়তা বা কর্মবিমুখতা? রাসূল স.এর বক্তব্যে এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওপর ভরসা করো, তাহলে তিনি তোমাদের সেভাবে রিয্‌ক দিবেন যেভাবে পাখিদের রিযক দেন। তারা খালিপেটে সকাল বেলা বের হয় আর ভরাপেটে সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে।[৪০]

তার কথার মর্মার্থ হল, আল্লাহ্‌র উপর তোমাদের তাওয়াক্কুল অবশ্যই রাখতে হবে। কেননা আসল দাতা তো তিনিই। তিনি দিলেই বান্দা পেতে পারে। কিন্তু সে তাওয়াক্কুল হতে হবে পক্ষীকুলের মত। ওরা আল্লাহর উপরই পরিপূর্ণ ভরসা রাখে। কিন্তু ভরসা রেখে ওরা কুলে বসে থাকে না। বরং খাদ্যের সন্ধানে ওরা ভোরেই নীড় ছেড়ে বের হয়ে পড়ে এবং সারাদিন খাদ্য সংগ্রহ ও আহরণে ব্যতিব্যস্ত থাকে। ফলে সন্ধ্যা বেলা পেট ভরা খাদ্য নিয়ে ফিরে আসে। তোমাদেরও আল্লাহর উপর ভরসা করে নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। তাওয়াক্কুলের সঠিক অর্থ তা নয়। বরং তাওয়াক্কুল সহকারে তোমাদেরকে রুযি-রোজগারের সন্ধানে বের হয়ে আসতে হবে, সেজন্য তোমাদের মন, মগজ ও দেহের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর তখনও

---

৪০. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আয-যুহুদ, পরিচ্ছেদ : আত-তাওয়াককুল আলাল্লাহ, বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৫৭৩, হাদীস নং-২৩৪৪; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح)

মনে দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে রিযিক দিবেন। তাওয়াক্কুলের যথার্থ তাৎপর্য এই।[৪১]

এ তাৎপর্যের যথার্থতা আরও একটি বর্ণনা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে উটটিতে সওয়ার হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, সেটাকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব, না রশি দিয়ে বেঁধে রেখে তারপর তাওয়াক্কুল করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, না, আগে উটটি রশি দিয়ে বাঁধ, তারপর তাওয়াক্কুল কর।[৪২]

রাসূলুল্লাহ স.ও সাহাবায়ে কিরাম তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে পূর্ণ বাস্তব চরিত্রের নমুনা ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে যেতেন তখন বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়কালে নগরে প্রবেশ করার সময় মাথার উপর লৌহ শিরস্ত্রাণ ধারণ করেছিলেন। তাঁর এ কাজ তাওয়াক্কুল পরিপন্থী ছিল না। বীমা হলো এমন একটি কৌশল, যার লক্ষ্য সৃষ্টির ভাল ভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা। সুতরাং বীমা কখনো তাকদীরের চেতনা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।[৪৩]

২. জুয়া ও বীমা

ঈমানদার লোকদের মনে দ্বিতীয় যে সংশয় তা হচ্ছে বীমা এক ধরনের জুয়া কিনা? কেননা জুয়াতে যেমন সামান্য টাকা দিয়ে অনেক লাভ করা যায়, বীমাতেও তাই। জুয়া বা আল-মাইসির ইসলামী শরীয়াতে স্পষ্ট হারাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জুয়া ও বীমার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না? জুয়া খেলায় বাজি ধরতে হয়, এখানে বাজি ধরার কোন ব্যাপার নেই, একথা সর্বজনবিদিত।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন, জুয়া খেলায় জড়িত হলেই তাকে হারতে হবে, নয় জিততে হবে। কিন্তু বীমা করলেই তার উপর বিপদ বা অর্থনৈতিক ঝুঁকি আসবে এবং সে বিপুল পরিমাণ টাকা পেয়ে যাবে এমনতো কথা নেই। বীমা না করলেও বিপদ আসতে পারে, তেমনি বীমা করার পরও যে ধরনের বিপদের জন্য সে বীমা করছে, তা নাও আসতে পারে। তবে যেহেতু মানুষ জীবন সংগ্রামের যে কোন কাজে জড়িত হলে ব্যবসা, শিল্প-কারখানা, বৈদেশিক বা নদী- সামুদ্রিক পথে জাহাজ

৪১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

৪২. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : সিফাতিল কিয়ামা, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৬৬৮, হাদীস নং- ২৫১৭
حدثنا المغيرة بن ابى قرة السدوسى قال سمعت انس بن مالك يقول قال رجل يارسول الله أعقلها واتوكل او اطلقها وأتوكل قال أعقلها وتوكل

৪৩. A.R. Bhuiyan, *ibid*, p. 76

চালানো বা আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্যে যে কোন বিপদ ঘটতে পারে বলে সাধারণভাবেই ধরে নিতে হয়, এ কারণেই উক্ত রূপ বীমার প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে।[৪৪]

জীবনে মৃত্যু একটা সন্দেহাতীত ঘটনা। কিন্তু কোন যুবক যদি তার নাবালক সন্তান ও অক্ষম পিতা-মাতা রেখে মারা যায় এবং তাদের ভরণ-পোষণের যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এ লোকগুলোর অবস্থা কী দাঁড়াবে? এমতাবস্থায় সে যদি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে কোন বীমার ব্যবস্থা করে যায়, যা তার মৃত্যুর পর তার উপর নির্ভরশীল অসহায় লোকদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে, তাহলে নিশ্চয়ই সে জুয়া খেলার মত কোন কাজ করেনি। বরং রাসূলের হাদীস অনুযায়ী কাজ করেছে। এটা সত্য যে, বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতাকে তার আদায়কৃত প্রিমিয়ামের চাইতে অনেক বেশী পরিশোধ করে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এটা জুয়া চুক্তি। বীমার মূল উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকি কমানো, যেখানে জুয়া নতুন নতুন ঝুঁকি তৈরী করে।[৪৫]

৩. সুদ ও বীমা

বীমাকারীরা যে প্রিমিয়াম জমা দেয় তাতে বীমা কোম্পানীগুলোর নিকট বিপুল পরিমাণ টাকা জমা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোম্পানীগুলো এতগুলো টাকা কোন কাজে লাগায় এবং কীভাবে ব্যবহার করে। নিশ্চয়ই টাকাগুলো তারা ফেলে রাখে না, নিশ্চয়ই এমন কাজে তা বিনিয়োগ করে যেখানে মূলধন সংরক্ষিত থাকে এবং প্রবৃদ্ধিও হয়। এ কাজটি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বর্তমানে দেশে প্রচলিত ইসলামী বীমা বা তাকাফুল কোম্পানীগুলোর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন: বৃদ্ধিমাত্রই সুদ নয়, ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধনও তো তার আসল পরিমাণের চাইতে অনেক বেশি নিয়ে আসে মুনাফা স্বরূপ, তাই বলে তাকেও কি সুদ বলতে হবে?[৪৬]

বিপদে পড়লে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা দেয়া হয়, তা জমাকৃত টাকার চেয়ে বেশি হলেও সুদ নয়। তাই বীমা কোম্পানিগুলো যদি প্রিমিয়াম বাবদ প্রাপ্ত টাকা সুদী কারবারে বিনিয়োগ না করে হালালভাবে বিনিয়োগ করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, তবে বীমা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বৈধ বলে গণ্য হবে। তাই বলা যায়, বীমা ব্যবস্থা যেমন বৈধ, তেমনি এর মাঝে হারাম বিষয় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনাও প্রকট। এজন্য বীমা কোম্পানিগুলোকে হারাম উপাদান বর্জনে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে।

৪৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৪৫. K.M Mortuza Ali, *Insurance in Islam, Some Aspects of Islamic Insurance*, ibid, P. 42

৪৬. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

কর্মপদ্ধতিগত বৈধতা

নিম্নোক্ত নিয়মনীতি যদি ইসলামী বীমায় অনুসরণ করা হয়, তবে ইসলামী বীমা সম্পূর্ণ বৈধ বলে গণ্য হবে।

১. দেশের ইসলামী শরীয়াহ আইনে অভিজ্ঞ এবং ইসলামী অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শরীয়াহ কাউন্সিল গঠন করা। যারা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে এবং সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে ইসলামী শরীয়াহ আইনের আলোকে বিশ্লেষণ করে ফয়সালা প্রদান করবেন।

২. বীমার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদেরকে হালাল-হারাম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. বীমা ব্যবস্থাকে রিবা ও গারারমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। কোম্পানী তার মূলধনকে এমন খাতে বিনিয়োগ করবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ নয় এবং যা নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর সুদী কারবার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।[৪৭]

৪. বীমা ব্যবস্থাকে শরীয়া বিরোধী প্রতিষ্ঠান ও শরীয়া বিরোধী বিনিয়োগ থেকে দুরে রাখা।

৫. অর্জিত মুনাফার হার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া। বীমা গ্রহীতার উদ্বৃত্ত মুনাফার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অধিকার থাকতে হবে।[৪৮]

৬. এটা মুদারাবা ভিত্তিক ব্যবসা বিধায় মূলধন বিনিয়োগ হওয়ার আগেই তার থেকে কর্মচারী সার্ভিস চার্জ কর্তন না করা।

৭. অর্জিত মুনাফা হতে কোম্পানীর কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জ প্রদান করা এবং শেয়ারদের অংশ সুনির্দিষ্ট করা।

৮. মুদারাবা ফান্ড এবং তাবাররু ফান্ড সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা এবং তার বিনিয়োগ মুনাফা ও সার্ভিস চার্জ আলাদা করা।

৯. মূলধন থেকে নয়, বরং অর্জিত মুনাফার একটি অংশ তাবাররু ফান্ডে জমা করা।

১০. তাবাররু ফান্ডের অর্থ দিয়ে বিপদ মোকাবিলার পর মেয়াদান্তে যা অবশিষ্ট থেকে যাবে তা সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডারদেরকে ফিরিয়ে দেয়া কিংবা তাদের সম্মতিতে শরীয়া বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

১১. বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন বীমা ও ইসলামী সাধারণ বীমা এই দুইভাবে ভাগ না করা বরং একটিই কেবল ব্যবস্থা করা আর তা হলো ইসলামী বীমা। এর উদ্দেশ্য থাকবে বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করা।

[৪৭]. K.M Mortuza Ali, *Insurance in Islam, Some Aspects of Islamic Insurance,* ibid, p. 52

[৪৮]. *Ibid*, p. 51

১২. শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে এই মনোভাব গড়ে তোলা যে, এই প্রকল্প শুধু আকস্মিক বিপদ ও বিপর্যয় মোকাবিলার জন্যই, কোন খারাপ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নয়; কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যেও নয়।

উক্ত নীতিমালার আলোকে যদি ইসলামী বীমা পরিচালনা করা যায়, তাহলে বৈধ উপায়ে বীমা সেক্টরে বিপ্লব সাধন করা সম্ভব।[৪৯]

ইসলামী বীমার ত্রুটিসমূহ

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলোর শরীয়াহ বোর্ড থাকার পরও পরিপূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত হতে পারছে না। শরীয়াহ বোর্ড তো বিধিমালা প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদান করে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন না হলে তো আর ত্রুটিমুক্ত হচ্ছে না। নিম্নে ইসলামী বীমার ত্রুটিগুলো আলোচনা করা হলো।

১. উপযুক্ত জনশক্তির অভাব

ইসলামী আইন ও ইসলামী বীমার রূপরেখা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনবল না থাকার কারণে ইসলামী তাকাফুল চালানো হচ্ছে এমন সব ব্যক্তিবর্গ দিয়ে যারা ইসলামী অর্থনীতি ও তাকাফুল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। তাঁরা প্রায় সকলেই প্রচলিত সুদী বীমা থেকে এসেছেন। ফলে দীর্ঘ দিনের চর্চা ও অভ্যাসে গড়ে ওঠা মন-মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ায় নতুনকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁরা বরং বোর্ড অব ডিরেকটরস ও শরীয়াহ কাউন্সিলকে তাঁদের সুবিধামত ব্যাখ্যা ও কর্মকৌশলই কায়দা করে উপস্থাপন করে সেটাই অনুমোদন করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে থাকেন। দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও এই তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। অপর পক্ষে কারো আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও ইসলামী তাকাফুলের ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার কারণে বহুক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রতিফলন না হয়ে ঘটে বিপরীত। ফলে ইসলামী বীমাকে ত্রুটি মুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

২. কমিটমেন্টের অভাব

ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের যথার্থ কমিটমেন্ট না থাকলে কোন সৎকাজও শেষ অবধি সফলতার মুখ দেখে না। অথচ ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে তাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই জনশ্রুতিতে রটেছে, ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের অনেকেই ইসলামের প্রতি আনুগত্য নেই, তাঁরা বেতনভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে কতখানি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

[৪৯]. Tarek EL Diwany, *ibid*, p. 327

৩. তথ্য বিকৃতি ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ব্যাপকতা

ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে আরেকটি ত্রুটি যা বড় আকার ধারণ করেছে তা হলো বীমাপত্র বিক্রির জন্য মাঠকর্মীদের দ্বারা সৃষ্ট তথ্য বিকৃতি, অর্ধসত্য বক্তব্য ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। গ্রাহক বীমা পলিসি কিনলে তবেই মাঠকর্মী কমিশন পাবে, সুতরাং নানাভাবে 'ছয়কে নয়' এবং 'নয়কে ছয়' করে পলিসি বিক্রির প্রবণতা বেড়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যা ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের বাণী:

﴿ وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذَا حَلاَلٌ وَهذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾

তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম।[৫০]

৪. মুদারাবা ও তাবাররু ফান্ডকে অঙ্গীভূত করণ

ইসলামী বীমায় মুদারাবার হিসাব থাকবে আলাদা এবং তাবাররুর হিসাব থাকবে আলাদা। কিন্তু প্রায় কোম্পানিই নিজেদের সুবিধার্থে উভয় ফান্ডকে একীভূত করে পরিচালনা করে, যা ইসলাম সমর্থিত নয়।

- প্রিমিয়াম হতেই তাবাররু গ্রহণ না করে তার পরিবর্তে অর্জিত মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ তাবাররু হিসেবে জমা রাখলে অধিকতর ত্রুটিমুক্ত হত। অথচ কোন কোম্পানিই তা করছে না। তারা নির্ধারিত কিস্তি হতে একটি অংশ তাবাররু ফান্ডে জমা রাখছে; এ যেন জোর করে দান আদায় করার মত হয়ে গেল। বাণিজ্যিকভাবে এ ধরনের কাজকে ইসলাম সমর্থন করে না। বীমা করলেই তাবাররু ফান্ডে একটি অংশ রাখতে হবে। এ ধরনের শর্তও ইসলাম সমর্থিত নয়।
- শরীয়াহ বোর্ড থাকার পরও শরীয়াতের সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়ন না করে আংশিক বাস্তবায়ন করা এবং তাতেই সন্তুষ্টি লাভ করা। এতে হালালের সাথে হারাম মিলে মিশে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ এই ব্যাপারে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো খুব আন্তরিক নয়। অথচ শরীয়াহ কাউন্সিল হবে বীমা প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শরীয়াহ কাউন্সিল প্রতিদিনের কাজ তদারকির জন্য দায়ী থাকবে।[৫১]
- কিছু বীমা কোম্পানি তাদের অর্থ সুদী ব্যাংকে লেনদেন করে থাকে। এমনকি কিছু সুদী ব্যাংকও নিজেরা ইসলামী বীমা প্রকল্প খুলে বসেছে এবং তার অর্থ নিজেদের

৫০. আল-কুরআন, ১৬ : ১১৬

৫১. M. Zohurul Islam, FCA, *Financial and Accounting operations of an Islamic takaful company : A proposed scheme, Some Aspects of Islamic Insurance*, ibid, p. 7

সুদী ব্যাংকের সাথে একীভূত করে লেনদেন করছে। সুদের নিষিদ্ধতা ইসলামী অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ। এই নিষেধাজ্ঞাকে নির্বাসিত করা অথবা ইসলামী বিশ্বাসের প্রতিকূলে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সুদের নিষেধাজ্ঞা মানবতার জন্য অন্যান্য আশীষগুলোর মধ্যে অন্যতম। মানবিক দ্বন্দ্বের মূলোৎপাটনে সুদের এই নিষেধাজ্ঞা অন্যতম প্রতিষেধক'।[৫২]

- ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলো প্রিমিয়ামের টাকা কোথায় রাখছে, কোথায় বিনিয়োগ করছে, কীভাবে কত লাভ আসছে, কোন খাত থেকে আসছে এবং কত টাকা ব্যয় হচ্ছে এসব কিছুর সুস্পষ্ট ধারণা তারা গ্রাহককে দিচ্ছে না। এ যেন এক অস্পষ্ট ব্যবসা। হারাম খাইয়ে হালাল বলে দিলেও এতে করার কিছু নেই। 'ইসলামে শুধু বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে নয় বরং সব বাণিজ্যিক লেনদেনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল তথ্য প্রকাশ করা অপরিহার্য। প্রথাগত বীমা চুক্তিতে সর্বোচ্চ সরল বিশ্বাসে সব ধরনের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কোনো চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বস্তুগত তথ্যের ঘোষণা দেয়া আবশ্যক'।[৫৩]
- বাংলাদেশে চারটি ইসলামী বীমা কোম্পানি ও একাধিক প্রচলিত জীবন বীমায় ইসলামী তাকাফুল প্রকল্প চালু রয়েছে। কিন্তু এদের ব্যাপারে বিশেষ বিধি-বিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এখনও দেশে প্রচলিত সুদী বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১৯৩৮ সালের বীমা আইন প্রচলিত রয়েছে। যার ফলে ইসলামী তাকাফুল কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইসলামী তাকাফুল ব্যবস্থা চালু করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এছাড়াও আরো ছোট খাটো কিছু ত্রুটি রয়েছে, যেগুলো সংশোধন করা একান্ত অপরিহার্য।

উপসংহার

ইসলামের সকল বিধান মানবতার কল্যাণের জন্য। আর সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে- এটাই হচ্ছে ইসলামের মূল শিক্ষা। সুতরাং বীমা ব্যবস্থাকে যদি রিবা, মাইসির ও গারার মুক্ত করে সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখে ইসলামী বিধান মোতাবেক পরিচালনা করা যায়, তবে তা অবশ্যই বৈধ বলে গণ্য হবে এবং এর দ্বারা মানবতার কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হবে। এ জন্য প্রয়োজন শরী'আহ আইন অনুসরণে জনসাধারণের নিকট বীমা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষের সহযোগিতা। একই সাথে প্রয়োজন দেশের অভিজ্ঞ ইসলামী আইনবিদ ও অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে একটি কার্যকর শরী'আহ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা। তবেই বীমা ব্যবস্থাকে সকল প্রকার ত্রুটি মুক্ত করে পরিচালনা সম্ভব।

৫২. কে.এম. মোরতুজা আলী, বীমার ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক বিধান ও অর্থায়ন নীতিমালার প্রয়োগ, *ইসলামি ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল*, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ৬৪

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০